গাংনীর জুগিন্দা মাঠে বিরোধের জের ধরে ফসল কেটে তসরুপ

শুধু ফসল তছরুপ নয়, ঠেকাতে গেলে নারীদের গায়ে হাত তুলতেও বাধ রাখেননি আযান গ্রামের আদম আলী। সাথে ছিলো কয়েকজন ক্যাডার বাহিনী এমনি অভিযোগ করলেন জুগিন্দা গ্রামের কৃষক আলমগীর হোসেন।

তিনি অভিযোগ করেন, শুধু আমার কাচা মরিচের ক্ষেতই নয়, এ গ্রামের চাঁদ আলীর বাগানের আম গাছ, সেরেকুলের পাটক্ষেত তসরুপ করে।

এছাড়াও বিরোধপূর্ণ জমির মালিক জমিরুল ইসলামের জমির বিভিন্ন প্রজাতির বিদেশী ঘাস কোদাল দিয়ে উপরে দেয়।শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় জুগিন্দা গ্রামের মাঠে ফসল তছরুপের এ তান্ডব চালান আযান গ্রামের আদম আলী ও তার লোকজন।

জুগিন্দা গ্রামের কৃষক আলমগীর হোসেন জানান, আমার প্রতিবেশীর সাথে আজান গ্রামের আদম আলীর সাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। জুগিন্দা গ্রামের প্রত্যহ্মদর্শিরা জানান, আদম আলীর নেতৃত্বে ওই গ্রামের ইসলাম আলী, লিটনসহ আরও কয়েকজনের সংঘবদ্ধ দল মাঠে এসে এই তান্ডব চালায়। মহিলারা নিষেধ করলে তাদেরকেও মারধর করে। এব্যাপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান কৃষক আলমগীর।

গাংনীতে নাটক ‘লোকটার বুক পকেটে অহংকার ছিল’ মঞ্চায়ন

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার জয়ী কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশীদ রিজভী’র গল্প অবলম্বনে নতুন নাটক “লোকটার বুক পকেটে অহংকার ছিল” মঞ্চায়ন হয়েছে।

শনিবার দুপুরে গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে নাটকটি মঞ্চায়িত হয়।

মুজিব জন্মশতবর্ষ স্বাধীনতার সূর্বণ জয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৫০টি নটক মঞ্চায়নের লক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এ নাটকের আয়োজন করে।

গাংনী থিয়েটারের পরিচালক হামিদুল হিল্লোলের নাট্যরুপে এবং পরিচালনায় “লোকটার বুক পকেটে অহংকার ছিল” নাটকটি সফল মঞ্চায়ন হয়।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯টায় গাংনী উপজেলা অডিটরিয়ামে নাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি ও গাংনী থিয়েটারের সভাপতি অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম। বক্তব্য দেন জেলা কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম। এ

ক ঘন্টার এই নাটকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা ফুটে ওঠে।

হামিদুল হিল্লোল, আফরোজা তানী, মুশফিক আহমেদ ডরিন ও রাশাদুজ্জামান রানা অভিনিত নাটক বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ ছাড়াও মেহেরপুরের অরনি থিয়েটারসহ বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠি নাটকটি উপভোগ করেন।

গাংনীতে পৃথক সংঘর্ষে তিনজন আহত

জমি জমা ও পারিবারিক কলহের জের ধরে সৃষ্ট পৃথক সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (১৮ জুন) সকালে ও দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ও আযান গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন গাংনী গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের মুছাব উদ্দীনের ছেলে কদম আলী (৫৬), মেছের আলীর ছেলে মোসারফ হোসেন (৪০) ও আযান গ্রামের বাউল শেখের ছেলে মজনু হোসেন (৩৫)।

আহতদের গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনীতে ভ্যান চুরির অভিযোগে একজন আটক

ভ্যান চুরির অভিযোগে শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ অভিযান ।

শরিফুল ইসলাম গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের কাজিপাড়া এলাকার সদর আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (১৮ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এ উপজেলার বামন্দী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্যান চুরিসহ বিভিন্ন চুরির অভিযোগ রয়েছে। আজ তাকে অভিযান চালিয়ে ভ্যান চুরির অভিযোগে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

গাংনীতে অচেতন অবস্থায় অজ্ঞাত

ব্যাক্তি উদ্ধার

অজ্ঞান পার্টির খপ্পড়ে পড়ে ৪০ বছর বয়ষী এক অজ্ঞাত ব্যাক্তি এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সছে ভর্তি হয়েছেন।

শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার মেহেরপুর শহরের বোশ পাড়া এলাকার খোরশেদ আলী জানান, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা বাইপাইল থেকে এফ-৩ ও এফ-৪ নং সীটে দুজন যাত্রী গাড়িতে উঠেন। একজন কুষ্টিয়া এবং অপরজন কুষ্টিয়ার পরে কোনো স্থানে নামার কথা ছিল। কিন্তু একজন নেমে গেলেও এই অজ্ঞাত ব্যাক্তি সিটেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি গাংনীতে এসে লোকটিকে দেখতে পাই। পরে তাকে আমি গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সলের চিকিৎসক ডা. এম কে রেজা বলেন, তাকে অচেতন দ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে সম্ভবত। তার চিকিৎসা চলছে।

মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা

‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নই আমাদের অঙ্গীকার” এই শ্লোগানে মুজিবনগরে প্রতিনিধি সভা করেছে খুলনা বিভাগীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড।

শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা বিভাগ সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কারী ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এস এম শাহরীয়া হাসানের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপরিষদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যড. মঈন উদ্দীন মিয়াজী।

প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক শাহরিয়র লিয়নের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক সম্পাদক মাধবী ইয়াসমীন রুমা,দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম,ত্রাণ ও পূনর্বাসন সম্পাদক মাকসুদা সুলতানা,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম,মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সাকিল আহাম্মদ,খুলনা বিভাগ সমন্বয় কমিটির সদস্য ফারুক হোসেন উজ্জল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসান সভার উদ্বোধন করেন।

এর আগে অতিথিরা মুজিবনগর পৌছালে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

মুজিবনগরে ট্রাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত

মেহেরপুর-কোমরপুর সড়কে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় খোকন মন্ডল (৪০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (১৮ জুন) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর-কোমরপুর রাস্তার যতারপুর গ্রামের আবুল হায়াত মডেল স্কুলের সামনে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত খোকন মন্ডল যতারপুর গ্রামের ইয়াকুব আলী মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, কৃষক খোকন মন্ডল মোটরসাইকেল যোগে মাঠের

দিকে যাচ্ছিলেন। আবুল হায়াত মডেল স্কুলের সামনে আসা মাত্রই বিপরীত থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দেই। রাস্তার উপর পড়ে খোকন মন্ডল মারাত্বক আহত হন। আহতবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে থানায় দিয়েছেন স্থানীয়রা। ট্রাকটি আমঝুপি এলাকার বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ জন গ্রেফতার, গাংনীতে আবার ধর্ষণ মামলা

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও নিয়মিত মামলায় ৫ জনসহ ৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া গাংনী থানায় ধর্ষণের অভিযোগে একটি ও মাদক উদ্ধারের ঘটনায় তুইটি নিয়মিত মামলা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত ২৪ ঘন্টার পুলিশী অভিযানে এই আসামী গ্রেফতার ও মামলা দায়ের হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৩ জন ও জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জনসহ ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেন।

অপরদিকে, মেহেরপুর সদেমর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ২ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ জনসহ ৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টীম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ এনে নিজাম উদ্দীন নামের একজন মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় তিনজনকে আসামী করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১৮ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ১৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ ১ মাদক কারবারী আটক

১’শ ৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ আবু হানিফ (৩২) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

গতকাল শুক্রবার ভোররাতের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আবু হানিফ ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার নিগুয়ারী গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের এএসআই আশরাফ আলীসহ পুলিশের একটি টীম অভিযানে অংশ নেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে দিয়ে কাভার্ডভ্যানে মাদক পাঁচার হচ্ছে এমন সংবাদে ভবানীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই জহির রায়হানের নেতৃত্বে এএসআই আশরাফ আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালানো হয়। ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়ার সময় আবু হানিফকে আটক করে। এসময় কাভার্ড ভ্যানটি তল্লাশি চালিয়ে কেবিনেট এর মধ্যে ১’শ ৫০বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।
এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা করেছে পুলিশ। আটক আবু হানিফকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝুুম বৃষ্টিতে স্বস্তির পরশ মেহেরপুরে

গত দুই দিনে বৃষ্টির দেখা না মিললেও আষাঢ়ের তৃতীয় দিন শুক্রবার (১৭ জুন) বিকাল থেকেই ঝরঝর মুখরিত বৃষ্টির সুশীতল পরশ পেলো মেহেরপুর জেলাবাসি। আজ শুক্রবার সকাল থেকেই আকাশে ছিলো কালো মেঘের ঘনঘটা। সেই ঘনঘটা থেকেই বিভিন্ন স্থানে বিকেলে বৃষ্টির দেখা পেলো জেলাবাসি। বৃষ্টি শুরু হলে প্রায় ঘন্টাখানে অবিরাম ঝুম বৃষ্টি যেনো গরমে নাকাল জেলাবাসি পেয়েছেন স্বস্তির পরশ। দুই দিন পর যেন আষাঢ়ের তৃতীয় দিনটিকে বৃষ্টি দিয়ে বরণ করে নিল প্রকৃতি।
মেহেরপুর শহরের রিকসা চালক রহিম মিয়া জানালেন, আষাঢ় মাস দুই দিন হয়ে গেলেও বৃষ্টির দেখা মেলেনি। এই সময়ে গরমে শরীর হাঁসফাঁস করছিলো। আজকের এই স্বস্তির বৃষ্টি শীতল করে দিল প্রাণটা। সঙ্গীত শিল্পী এসএম সেলিম রেজা বললেন,
আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানি রে
পুবালী বাতাসে-
বাদাম দেইখ্যা, চাইয়া থাকি
আমার নি কেউ আসে রে।।
যেদিন হতে নতুন পানি
আসল বাড়ির ঘাটে
অভাগিনীর মনে কত শত কথা উঠে রে–
কিংবা রবী ঠাকুরের সেই আষাঢ়ের গানে ফিরে পাই বৃষ্টির পরশ, “আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে॥
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে॥
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের ‘পরে নব তৃণদলে বাদলের ছায়া
পড়ে।
‘এসেছে এসেছে’ এই কথা বলে প্রাণ, ‘এসেছে এসেছে’ উঠিতেছে এই গান– নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে॥
মুখরিত হয়ে ওঠে মন। আষাঢ় আমাদের চিত্তকে হারিয়ে দেই গানের সেই অতল গহীনে।”
আষাঢ় বাংলা সনের তৃতীয় মাস। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে জুন-জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই আষাঢ় ।
আর আষাঢ় নামটি এসেছে পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে সূর্যের

অবস্থান থেকে।
আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। আর বর্ষাকাল মানেই মেঘ, বৃষ্টি, প্রেম, নতুন প্রাণ, জেগে উঠার গান।
রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ তাই তো বলেছেন, ‘এই জল ভালো লাগে, বৃষ্টির রুপালি জল কত দিন এসে/ধুয়েছে আমার দেহ, বুলায়ে দিয়েছে চুল, চোখের উপরে/তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে, আবেগের ভরে।’
বর্ষায় বাংলার নদনদী পূর্ণযৌবনা হয়ে উঠে। নদীর ফেঁপে উঠা জোয়ারের পানি প্রচুর পলি জমায় মাটিতে, যা নিয়ে আসে শস্যের প্রাচুর্যের খবর। এ সময় বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা-শালুক। হিজল আর কেয়াফুলের অরূপ দৃশ্য মোহিত করে মনকে।
বাঙালি মননে সবচেয়ে বেশি রোমান্টিকতা-আধ্যাত্মিকতার সুর বেজেছে এই বর্ষায়। বর্ষায় আবেগ ও অনুভূতির জোয়ারে ভাসেননি এমন কবি, সাহিত্যিক পাওয়া যায় না। শুধু যে কবি-সাহিত্যিক, তা নয়-সাধারণ মানুষও। কালীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ বা নির্মলেন্দু গুণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে হুমায়ূন আহমেদ- কেউ বর্ষাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।
বর্ষাকাল গ্রামের মানুষকে অনেক বেশি ঘরমুখো করে তোলে। রমণীরা ঘরে বসে নকশিকাঁথায় ফুল তোলে। অনেকটা আলস্যে কেটে যায় দিন। বৃষ্টি বেশি হলে গরিব মানুষের হাতে কোনো কাজ থাকে না। বর্ষায় ফোটে কদম ফুল, যা বর্ষার রূপকে বাড়িয়ে দেয় অনেক। ফোটে কেতকী। শহরের একঘেয়ে যান্ত্রিক জীবনেও বর্ষা প্রভাব ফেলে। বৃষ্টি শহরের ধুলোবালিকে বশ করে। তবে বর্ষায় শহরের রাস্তাঘাট অল্প বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায়, যা মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়। অতি বর্ষণে দেখা দেয় নদীভাঙন ও বন্যা।
তবুও বর্ষা বাঙালি জীবনে নতুনের আবাহন। সবুজের সমারোহে, মাটিতে নতুন পলির আস্তরণে আনে জীবনেরই বারতা। সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলা মায়ের নবজন্ম এই বর্ষাতেই। সারা বছরের খাদ্য-শস্য-বীজের উন্মেষতো ঘটবে বর্ষার ফেলে যাওয়া অফুরন্ত সম্ভাবনার পলিমাটি থেকে।